যায়যায়দিন

তারিখ ... 26 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ

জাহেদুল আলম

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কুমিল্লা-বাসীর স্বপ্ন জাগানিয়া ইউনিভার্সিটির পথচলা শুরু হবে আর দুদিন বাদেই। ২৮ মে সোমবার নতুন ক্যাম্পাস কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির জয়যাত্রা শুরু হবে এক ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে। সকাল ১০টায় কোটবাড়ীর নয়নাভিরাম ক্যাম্পাসে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীর প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করবেন প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. গোলাম মওলা।

যেভাবে শুরু : কুমিল্লা শহর থেকে দূরত্বটা ১০ কিলোমিটারের। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো অপরূপ লালমাই। অবশ্য কোটবাড়ী নামেই পরিচিতিটা খানিক বেশি। ৫০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে মেধা লালনের স্বাপ্নিক এক ক্যাম্পাস। অনেক ত্যাগ, অনেক সংগ্রামের ক্যাম্পাস। ষাটের দশক থেকে কুমিল্লাবাসীর প্রাণের দাবি ছিল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সেই ইউনিভার্সিটির প্রথম ব্যাচের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করতে প্রস্তুত বাহারি বৈচিত্র্যে নির্মিত ক্যাম্পাসের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনগুলো।

শুরুতে যেসব সাবজেক্ট থাকছে : উদ্বোধনী শিক্ষাবর্ষে থাকছে ৭টি বিভাগ। বিভাগগুলো হলো : ইংরেজি, অর্থনীতি, গণিত, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা ও লোক প্রশাসন।

ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস : কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি হবে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এ বিষয়ে একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে ভর্তি হতে হয়েছে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির প্রথম ব্যাচের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে।

ভিসি প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা

যার হাত ধরে : যার হাত ধরে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তিনি হলেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা।

ভাইস চ্যান্সেলরের কথা : কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভিসি ড. মাওলা চলে গেলেন পুরনো স্মৃতির আঙিনায়। ধুলো জমা স্মৃতি থেকে তিনি তুলে আনলেন কুমিল্লায় স্বতন্ত্র ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সেই ষাটের দশকের সংগ্রামের কথা। ওই সংগ্রামে সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তার প্রথম কথা ইউনিভার্সিটি হবে বিশ্বমানের। এই ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে হতে হবে ইংরেজিতে দক্ষ।

প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা বলেন, কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি হবে দেশপ্রেমিক, আদর্শবান ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত আলোকিত মানবসম্পদ তৈরির কেন্দ্রস্থল। শিক্ষা ও গবেষণাই হবে এখানকার শিক্ষার্থীদের মূলমন্ত্র। তার মতে, ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কার্যক্রম হবে মেধার পরিপূর্ণ বিকাশের তীর্থস্থান। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে তাদের মেধা-মননকে শানিত করবে। তার মতে, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি হবে ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক, কোনোভাবেই দলীয় লেজুড়বৃত্তিক নয়।

ড. মাওলা জানান, এ শিক্ষাবর্ষে ক্লাস পরীক্ষা এগিয়ে রাখার স্বার্থে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কিছুটা কাটছাট করা হবে।

কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির প্রধান ফটক -যায়যাদি